তারিখ ... 30 JUL 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভোরের কাগজ

# সেরাদের সেরা বরিশাল ক্যাডেট কলেজ

এসএসসি ২০০৫ সাফল্যগাথা

বরিশাল প্রতিনিধি : শুধু বরিশাল বোর্ডেই নয়, এবারে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দিক থেকে দেশের সেরাদের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শতকরা একশ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করলেও শতকরা একশ ভাগ জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই একটিই। এ প্রতিষ্ঠান থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৫৪ জন ছাত্রের মধ্যে ৫৪ জনই জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

পাকিস্তান আমলে মূলত সামরিক বাহিনীর জন্য উপযুক্ত পূর্বপ্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে ১৯৬৪ সালে ক্যাডেট কলেজ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন ৪ বিভাগে ৪টি ক্যাডেট কলেজের পাশাপাশি ৬টি আবাসিক আদর্শ বিদ্যালয় অর্থাৎ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলকেও পর্যায়ক্রমে ক্যাডেট কলেজে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালের ১ জুলাই জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের সভায় এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। শিক্ষার্থীর ব্যয় ধরা হয় অভিভাবকের আয়ের ভিত্তিতে। ভর্তির নিয়মে অবলম্বন করা হয় মেধাভিত্তিক কঠোর যাচাই-বাছাই পদ্ধতি।

● এরপর-পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

## সেরাদের সেরা বরিশাল ক্যাডেট কলেজ

● শেষের পাতার পর

ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বরিশাল শহরতলিতে বাবুগঞ্জ উপজেলার প্রতাপপুরে অবস্থিত বরিশাল রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলকে ১৯৮১ সালের ১ জুলাই বরিশাল ক্যাডেট কলেজে রূপান্তর করা হয়। বরিশাল শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের পূর্বপার্শ্বে ৫০ দশমিক ৩৪ একর জমির ওপর বর্তমান বরিশাল ক্যাডেট কলেজের অবস্থান।

এ কলেজে সপ্তম থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত ৬টি শ্রেণীতে মোট ৩০০ ক্যাডেট বা শিক্ষার্থীর আবাসন ও শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এতে প্রশাসনিক ভবন, গ্রন্থাগার, ২০ শয্যার হাসপাতাল, অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নিবাস, ক্রীড়া ও ব্যায়ামাগার, মাঠ, জলাধার ছাড়াও শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধার জন্য রয়েছে তিনটি হল বা হাউস। এদের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী হাউসের প্রতীকের রঙ লাল ও স্লোগান জ্ঞানই শক্তি, শেরেবাংলা হাউসের রঙ সবুজ ও স্লোগান জীবন কর্মময় এবং শরিয়তুল্লাহ হাউসের রঙ নীল ও স্লোগান সাফল্যই আমাদের লক্ষ্য।

বিশ্লেষায়িত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের চাবিকাঠি এর শিক্ষার্থী ভর্তি ও বাছাই, পাঠদান ও পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি, নিয়মশৃঙ্খলা ও সদাচরণের চর্চা এবং নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ফায়জুল হাসান সাফল্যের কারণ হিসেবে এ করাগুলোই উল্লেখ করলেন।

৪ ফুট ৭ ইঞ্চি থেকে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার মধ্যে ১১ থেকে সাড়ে ১২ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের লিখিত এবং মৌখিক ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে শুধুমাত্র সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয় প্রতি বছর। তিন পর্বে বিভক্ত এবং ১০০ দিনের গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীতকালীন ছুটিসহ সম্পূর্ণ আবাসিক এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী তথা ক্যাডেটদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে।

প্রতিদিন সকাল ৫টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ক্যাডেটদের শরীর চর্চা, প্রাতরাশ, সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ক্লাস, এরপর দুগ্ধপান, মধ্যাহ্ন ভোজ, বৈকালিক নাস্তা ও খেলাধুলা, রাত ৮টায় নৈশভোজ সমাপণ ছাড়াও প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট পাঠ্য প্রস্তুতিতে অংশ নিতে হয়। এছাড়াও ধর্মীয় বিধিবিধান পালন ও বিনোদন ক্যাডেটদের প্রাত্যহিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

ক্যাডেটদের সাপ্তাহিক পর্যায়ে কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে মঞ্চ অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন ধরনের ক্লাব, সোসাইটি কার্যক্রম, গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন, কম্যুনিটি ওয়ার্ক, অভিভাবকদের কাছে পত্রলিখনসহ বিভিন্ন কাজ।

পাক্ষিক পর্ব-মধ্য, পর্ব শেষ, মান যাচাই, মানোন্নয়ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতি বিষয়ে শতকরা ৭৫ ভাগ নম্বর বার্ষিক ও শতকরা ২৫ ভাগ নম্বর অন্যান্য পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকে। অকৃতকার্য বা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ কোনো ছাত্রকে আর ক্যাডেট কলেজে পড়াশোনা অব্যাহত রাখার সুযোগ দেওয়া হয় না। তৈরি করা হয় শারীরিক, মানসিক পাঠক্রমের অগ্রগতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা, ক্রীড়াসহ ক্যাডেটদের সার্বিক অবস্থার নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি করে পাঠানো হয় অভিভাবকদের কাছে। ছুটিতে বাড়িতে আসা-যাওয়া ছাড়াও অভিভাবক দিবসে অভিভাবকদের সঙ্গে ক্যাডেটরা সাক্ষাৎ করে থাকে।

এছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি সাময়িকী ও দেয়াল পত্রিকা প্রকাশনা, শিক্ষা সফর, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণসহ বিভিন্ন পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম রয়েছে ক্যাডেট কলেজের।

বরিশাল ক্যাডেট কলেজ থেকে ১৯৮২ থেকে ৮৫ সালের ব্যাচের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা ছিল মূলত রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের সময়ে ভর্তি হওয়া ছাত্র। তাই এ.৪ ব্যাচের মধ্যে ১৯৮২ তে ১৪ জন, ১৯৮৪-তে ৪ জন ও ১৯৮৫-তে ৫ জন ক্যাডেট এসএসসিতে ফেল করে। এরপর ১৯৯৬ সালে মাত্র ১ জন ক্যাডেট এসএসসিতে ফেল করা ছাড়া ১৯৮২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাকি ২০ ব্যাচের পাসের হার হচ্ছে শতকরা একশ ভাগ।

এরমধ্যে ১৯৮২ থেকে ২০০০ পর্যন্ত পুরোনো পদ্ধতিতে পরীক্ষা মূল্যায়ন পদ্ধতির আওতায় মোট ৯০৪ জন পরীক্ষার্থী এসএসসিতে অংশ নেয়। এদের মধ্যে ৬৩২ জন স্টারসহ ৮৩৭ জন প্রথম বিভাগে, ৪২ জন দ্বিতীয় ও ১ জন তৃতীয় বিভাগসহ সর্বমোট ৮৮০ জন (৯৭ দশমিক ৩৫ ভাগ) পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ এবং ২৪ জন (২ দশমিক ৬৫ ভাগ) পরীক্ষার্থী ফেল করে। এ সময়ে যশোর বোর্ডে ১৯৮৭, ৮৯, ৯১, ৯৫ ও ৯৮ সালের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থানসহ বিভিন্ন স্থানে মেধা তালিকায় ১৮৯টি স্থান অধিকার করেছে।

এরপর ২০০১ থেকে শুরু হওয়া জিপিএ পদ্ধতিতে পরীক্ষা মূল্যায়নের আওতায় অংশ নেওয়া ২২৭ জন এসএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৬ জনই (শতকরা ৫৯ দশমিক ৯১ ভাগ) জিপিএ ৫ এবং বাকিরা সর্বনিম্ন জিপিএ ৪ পর্যন্ত মান অর্জন করেছে। এর মধ্যে চলতি ২০০৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ৫৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৪ জনই জিপিএ ৫ পাওয়া বরিশাল ক্যাডেট কলেজ মর্যাদা পেয়েছে সেরাদের মধ্যে সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে।

বরিশাল ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীরা মনে করে, এ বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও পাঠদান পদ্ধতি এবং নিয়ম-শৃঙ্খলাই তাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান এবং বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ভারপ্রাপ্ত এডজুটেন্ট মোঃ সরোয়ার হোসেন খানও এ বিষয়ে একমত পোষণ করে বলেন, যেহেতু এটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাই শিক্ষার্থীরা সব সময়েই নিয়মানুবর্তিতায় থাকে এবং শিক্ষকরাও তাদের সরাসরি তত্ত্বাবধান করতে পারেন। পাঠদানের বিষয়ে ক্লাসেই বুঝিয়ে দেওয়া ও নিয়মিত পরীক্ষা নেওয়া এবং কোনো বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হলে ক্লাস বহির্ভূত সময়েও শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সহায়তা দেন। তাছাড়া অভিভাবকদের আয়ের ওপর নির্ভর করে এখানে শিক্ষার্থীর ব্যয় নির্ধারিত হওয়ায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সাশ্রয়ী।